ভরত শমসের জংবাহাদুর রাণা প্রযোজিত
মৌচাক

ভরত সমসের জংবাহাদুর রাণা
প্রযোজিত

**সমরেশ বসুর "অবশেষে"
কাহিনী অবলম্বনে**

মৌচাক

পরিচালনা
অরবিন্দ মুখার্জী

সংগীত
নচিকেতা ঘোষ

ব্যবস্থাপনায় :
নিশীথ চক্রবর্ত্তী, দিবাকর শর্মা

সহকারী :
গোকুলবালা, দুখীরাম নায়ক

চিত্রনাট্য :
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও
ভরত সমশের জংবাহাদুর রাণা

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় :
কাজল মজুমদার, অমিয় বসু
মিহির সরকার

সঙ্গীতে :
ভি. বালসারা, সুমিত মিত্র (বম্বে)

সম্পাদনায় :
শেখর চন্দ

শিল্প-নির্দেশনায় :
সুরথ দাস

শব্দগ্রহণে :
সিদ্ধি নাগ, মানিক দে

শব্দপুনর্যোজনা :
জ্যোতি চ্যাটার্জ্জী
ভোলানাথ সরকার
পাঁচুগোপাল ঘোষ

সাজসজ্জায় :
বরেণ দত্ত

আলোক সম্পাতে :
হেমন্ত দাস, মনরঞ্জন দত্ত,
বিনয় ঘোষ, দেবেন দাস ও মগরু

অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ :
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও
গৌরী মুখার্জ্জী ও অজিত রায় এর
তত্ত্বাবধানে : ইউনাইটেড সিনে
ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিস্ফুটনে :
শৈলেন চ্যাটার্জ্জী, পঞ্চানন সরকার
চণ্ডীচরণ শীল, পীতাম্বর দাস

আলোকচিত্র পরিচালনা :
কানাই দে

সম্পাদনা :
অমিয় মুখার্জ্জী

শিল্প-নির্দেশনা :
প্রসাদ মিত্র

গীত রচনা :
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও শ্যামল গুপ্ত

নেপথ্য কণ্ঠ :
মান্না দে, আশা ভোঁসলে,
মিন্টু মুখার্জ্জী ও পঙ্কজ মিত্র

মূল শব্দগ্রহণে :
জে, ডি, ইরাণী

প্রচার :
ঈশ্বরীপ্রসাদ শর্মা

প্রচার শিল্পী :
বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী

স্থিরচিত্র :
ষ্টুডিও বলাকা

সঙ্গীত পরিচালনা :
নচিকেতা ঘোষ

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন :
কাজল সেন (স্কাপস্)
হরকচন্দ কাংকারিয়া

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বপরিবেশনা :
পিয়ালী পিকচার্স

নীতিশ ও শীতেশ দুই ভাই। নীতিশ বড় ও শীতেশ ছোট। এই দুই ভাই ও নীতিশের স্ত্রী সরস্বতী কলকাতায় থাকে। শীতেশ কলকাতার কাছে একটা জুট মিলে চাকরী পায়। সেখানে মিলের ম্যানেজার চৌধুরী, লেবার অফিসার ডি. আর. ঘোষাল, ক্লার্ক চিত্তবাবু, মিলের সুপারভাইজার সুখময় ব্যানার্জী, বাড়ীওলা মিষ্টার হড় প্রত্যেকেই অবিবাহিত শীতেশের সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করে শীতেশকে বিব্রত করে তোলে। শেষে তার দাদা এসে শীতেশের নামে মিথ্যে প্রচার করে সে চরিত্রহীন, মাতাল কারণ এর ফলে মেয়েদের বাবাদের হাত থেকে সে রক্ষা পেতে পারে।

এদিকে শীতেশ সামনের বাড়ীর হেডমাষ্টারের মেয়ে নীপার প্রেমে পড়ে। ওদের ভালবাসা যখন পরিপূর্ণ এবং ওরা যখন পরস্পর বিবাহ করতে চায় তখন নীপার বাবা শীতেশের চরিত্রহীনতার জন্য এই বিয়েতে আপত্তি করে। নীতিশও তার বন্ধুর কাছ থেকে মিথ্যে খবর পায়, শীতেশের সত্যি চরিত্র খারাপ হয়েছে। তখন নীতিশই শীতেশের কাছে যায় এবং ভুল বুঝতে পারে এবং নীপার বাবার কাছে গিয়ে তাঁরও ভুল ভেঙ্গে দিয়ে সেখানেই ভাই এর বিয়ের ব্যবস্থা করে।

শীতেশ :—পুরুষ এবং নারী-ই-ই-ই
নীপা :—তাদের চিরকালের আড়ি
শীতেশ :—নারী পুরুষ জীবন মরন সাথী
নীপা :—হাতী
শীতেশ :—পুরুষ হোলো সূর্য কিরন
নারী চন্দ্রকলা
নীপা :—কাঁচকলা
শীতেশ :—পুরুষ নারী সুখ দুঃখের একটি মালায় গাঁথা
নীপা :—ব্যাঙের মাথা
শীতেশ :—হাতটি ধরে সাতটী পাকে ঘোরা
নীপা :—কচুপোড়া
শীতেশ :—অতঃ কিম ?
নীপা :—ঘোড়ার ডিম।

পাগলা গারদ কোথায় আছে
নেই বুঝি তা জানা
ঘোড়ার কি ডিম হয়
সেই ডিমের কি হয় ছানা
ঘোড়ার ডিমের না হোক ছানা
চক্ষু ছানাবড়া—
পুরুষ নারীর কোনদিনও
নেইকো বোঝা পড়া
পাগলা……তা জানা।
যতই নারী পুরুষ সাজুক
পোষাকে হাবভাবে—
নারীর গড়ন নারীর ধরণ
বদলে কি আর যাবে।
শাস্ত্র মতে তাইতো নারীর
ঘোমটা খোলাও মানা।
পাগলা……তা জানা।
নারীরা আজ বিদ্রোহিনী………
পুরুষেরই অত্যাচারে—
যা কিছু আজ করে নারী
ন্যায্য নিজের অধিকারে—(২)
আগের দিনে মান হলে তো
খিল দিত সে গোঁসা ঘরে
রাগলে এখন আর কথা নেই
কোমর বেধে ঝগড়া করে

ইস্কাবনের বিবি সেজে
চালাও বিবিয়ানা —
আহা—তাই কি
হয় মেম সাহেব ?
পাগলা……তা জানা।
আগের দিনে একটা তো নয়
করতো পুরুষ দশটা বিয়ে—
গায়ের জোরে দাসী করে
পা টেপাতে বউকে দিয়ে
সেদিন গেছে আজকে
নারী আগের মতো
নেইকো বোকা
তাদের নিয়ে বন্দী করে
এখনও কি দেবে ধোঁকা—
আহা শেষ হয়েছে—
নারী দ্বেষী শাসনখানি টানা।
এবার নিজেই খুঁজে
দেখুন কোথায়
পাগলা গারদ খানা।
পাগলা………তা জানা।
মন বেশতো তবে
বুঝে শুনে—
দাঁড়ি পাল্লায় ওজন কর
বুঝবে তবে পুরুষ

নারীর দু'জনেরই
কে যে বড়—
মোটেই না-মোটেই না
নারী পুরুষ সমান সমান
আছে যে তার
অনেক প্রমাণ—

নারী পুরুষ সমান সমান
অনিচ্ছাতেও মানতে পারি
লক্ষ ব্লেডেও কামালে যে
উঠবে না তো গোঁফ
আর দাড়ি—

বুঝলে নারী—
ঐ লক্ষ ব্লেডে কামালে যে
উঠবে না তো গোঁফ আর দাঁড়ি
তর-রা-রা
পাগলা ······তা জানা।

(২)
তা বলে কি প্রেম দেবে না
যদি মারি কলসীর কানা
নেশার ঝোঁকে—
যদি জগাই মাধাই না থাকতো
তবে নিমাইকে কি চিনতে লোকে-
তা বলে·········নেশায় ঝোঁকে।
পুরানেইতে তো আছে বলা
সোমরসেতে ভিজিয়ে গলা
ছুটতো আগুন দ্বিগুন হয়ে
মহাদেবের তিনটী চোখে
তবে কেন মাতাল হলে
কথা ওঠে মর্ত্তলোকে।
যদি জগাই মাধাই—কিছু মনে
করো না—
যদি জগাই·········চিনতো লোকে
নানান জ্বালায় জ্বলে মরি
তাইতো একটু নেশা করি (২)
এমন দোসর কে আছে আর
মানুষেরই দুঃখ শোকে
নেশার ঘোরে কি বলতে কি
বলে ফেলি একে ওকে—
যদি জগাই মাধাই···ঠিক বলিনি—
যদি জগাই মাধাই···চিনতো লোকে

(৩)
বেশ করেছি প্রেম করেছি
করবইতো—
রাধার মতো মরতে হলে
মরবইতো —
লা লা লা-লাহা-লাহা-লালাল—
আমি বেশ করেছি প্রেম করেছি
করবইতো —
আহা রাধার মত-ও-ও
মৌচাকে মৌ যখন জমেই গেল
মৌচোর মনকে চুরি করেই ফেলল
যখন বন্ধ ঘরের জানলাটাকে
খুলেই ছ'
তখন আকাশ হয়ে আমি
ধরা পড়বই তো—
আহা রাধার মত-ও-ও
আহা···············করবইতো।
কানাকানি করে যদি করুক লোকে
কিসের ভয়ে ধুলো দেবো ওদের চোখে
যখন কলঙ্কটা ভাল করে হলোই তো
তখন চোখের কাজল করে তাকে পরবইতো
বেশ············

এবার ম'লে সুতো হব
তাঁতির ঘরে জন্ম লব
পাছা পেড়ে শাড়ী হয়ে
দুলবো তোমার কোমরে
তোমরা যে যা বল আমারে—এ···
এবার ম'লে মাটি হব
কুমোর বাড়ী জন্ম লবো
কলসী হয়ে ছলাক্ ছলাক্
দুলবো তোমার কোমরে
তোমরা যে যা বল আমারে—এ···
হব কাঁখে রূপোর বিছে
নইলে জীবন হবে মিছে
বুঝবে বধূ কি যে জ্বালা
সেই বিছেরই কামড়ে।
তোমরা············আমারে—এ···
রাগ করো না প্রাণেশ্বরী
চাও কি আমি প্রাণে মরি
কাজল হয়ে রাখবো ধরে
দুটি চোখের ভ্রমরে—
তোমরা যে যা বল আমারে—এ···

চরিত্রচিত্রণে

উত্তমকুমার

মিঠু মুখার্জী

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জিত মল্লিক

অনুপকুমার, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, গীতা দে, রত্না ঘোষাল, সুলতা চৌধুরী, শেখর চ্যাটার্জী, তপতী, তরুণকুমার, সীমা রায়, অমরনাথ, গুরুদাস ব্যানার্জী, হরিধন, বুলা, বাণী, বিজলী, অজয়, নৃপতি, দিলীপ, কামু, দুর্গাদাস, মণি শ্রীমানি, খগেশ, মৃণাল ব্যানার্জী, সমরকুমার, ফকির, মাণিক, অজিত, দীপক, জীবন, দুর্গাপাঠক, মোহন শর্মা, সুনীল শেঠী, পরিতোষ রায়, মাণিক, নিমাই ও আরও অনেকে।

ভারত শমশের জং বাহাদুর রানা প্রযোজিত **পিয়ালীর পরের ছবি !**

পিয়ালী পিকচারস্-এর প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা কর্তৃক ৩২, গনেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রচারিত।
কলিকাতা-১১ হইতে মুদ্রিত।